দৈনিক জনকণ্ঠ

২০/৭/২০০৩
তারিখ
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

ছাত্রদল ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষে রাবি ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র ॥ আহত অর্ধশতাধিক

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী থেকে ॥ সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী ব্যাপক সংঘর্ষে অন্তত অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৩০ জনকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের প্রতি বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হলে পুলিশ পাল্টা জবাব হিসাবে লাঠিচার্জ করা ছাড়াও শতশত রাউন্ড টিয়ারগ্যাস সেল, রবার বুলেট নিক্ষেপ ও ফাঁকা গুলি বর্ষণ করলে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ক্লাস করতে এবং পরীক্ষা দিতে আসা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীসহ ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। এই সংঘর্ষের ঘটনার জন্য ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ পরস্পরকে দায়ী করা ছাড়াও পুলিশকেও দায়ী করেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে ছাত্রদল আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার কাম্পাসে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ দলীয় টেন্ট থেকে (বসার স্থান) ক্যাম্পাসে একটি সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর দক্ষিণ পাশের ছাত্রদলের টেন্টের নিকট দিয়ে নিজেদের টেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। এ সময় ছাত্রদলের টেন্ট থেকে ছাত্রদলকর্মীরা ছাত্রলীগের মিছিলে বিনা উস্কানিতে হামলা চালালে উভয় সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় উভয় সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ বিস্তৃতি লাভ করার আগেই পুলিশ ছাত্রদলকর্মীদের মধ্যে লাঠিচার্জ করে। এতে ছাত্রদলের শেরবাংলা হলের সভাপতি আমিনুর রশীদ জিন্নাহ আহত হয়।

এ খবর খুব দ্রুত ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলকর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে

প্রতিবাদে ছাত্রদল আজ ও কাল ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডেকেছে

পুলিশের ওপর বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। জবাবে পুলিশও টিয়ারগ্যাস সেল, রবার বুলেট ও ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ফলে সংঘর্ষ সমগ্র ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এ সময় সমগ্র ক্যাম্পাস টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ক্লাস করতে এবং পরীক্ষা দিতে আসা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় পুলিশের নির্বিচার পিটুনিতে আহত ছাত্রলীগের মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল, কামরুজ্জামান উজ্জ্বল, আশিকুর রহমান খান সবুজ, হাফিজুল ইসলাম মিলন, শহিদুল ইসলাম বাবু, এনামুল হক, জিয়াউল করিম, জাসদ ছাত্রলীগের আসাদুজ্জামান বাবু, ছাত্রদলের রিয়াজ, মোস্তফা, ফয়সাল, ফরিদ, জিন্নাকে গ্রেফতার করে। পরে হাসপাতাল থেকেও টিপু, উজ্জ্বল, শিমুলসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এদিকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টু অভিযোগ করেছে, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা পুলিশের সহযোগিতায় বিনা উস্কানিতে তাদের শান্তিপূর্ণ সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলে হামলা চালায়। অন্যদিকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান মন্টু এক বিবৃতিতে এই ঘটনার জন্য পুলিশ দায়ী করেছে। বিবৃতিতে ছাত্রলীগের উস্কানিমূলক স্লোগান দেয়াকেও দায়ী করা হয় এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানানো হয়। এদিকে উক্ত সংঘর্ষের ঘটনার প্রতিবাদে এবং সুস্পষ্ট তদন্তের দাবিতে আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার ক্যাম্পাসে পূর্ণদিবস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ছাত্রদল। অপরদিকে সংঘর্ষের ঘটনার এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদলকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে অবস্থান নেয় এবং ১ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় বেশ কিছু যানবাহনে ছাত্রদল ও স্থানীয় জনতা ভাংচুর চালায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ সংঘর্ষের ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সোমবার রাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ সংঘর্ষের খণ্ডচিত্র (ক্রেকওয়াইজ) পুলিশের এ্যাকশন, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ক্যাম্পাস, আহত ছাত্রদলের আহ্বায়ক টিপু, যুগ্ম আহ্বায়ক উজ্জ্বল ও শিমুল, ছাত্রদলের জিন্নাকে এবং ছাত্রলীগের মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েলসহ আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ—জনকণ্ঠ